A peer-Reviewed Journal

অতঃপর...

ISSN: 2394-7098

সমাজ-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

অষ্টম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ডিসেম্বর ২০২১

সাম্প্রতিককালের বাংলা সাহিত্য
(২০০০-২০২০)

সম্পাদক

সাইদুর রহমান

সহ-সম্পাদক

রাকিব

A peer-Reviewed Journal

অতঃপর...

সমাজ-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

ISSN: 2394-7098

অষ্টম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ডিসেম্বর ২০২১

সম্পাদক

সাইদুর রহমান

সহ-সম্পাদক

রাকিব

অতঃপর...

গ্রাম: আইড়মারী, পো: কে. জি. পাড়া

থানা: লালগোলা, জেলা: মুর্শিদাবাদ

পিন: ৭৪২১৪৮

এবং

৪৩/৭৮ এক্সিবিশান বাগান রোড, গোরাবাজার,

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পিন: ৭৪২১০১

অতঃপর... || অষ্টম বর্ষ || প্রথম সংখ্যা || ডিসেম্বর ২০২১

ATAHPAR ...

A peer-Reviewed Journal

ISSN: 2394-7098

8th Year || 1st Issue || December 2021

Edited by Saidur Rahaman & Rakib

Published by Jinatara Khatun

Printed by Bornosojja

26 Maharaja Sirish Chandra Nandi Road

Berhampore, Murshidabad

Ph. : 97339 01509

সম্পাদক : সাইদুর রহমান

সহ-সম্পাদক : রাকিব

যোগাযোগ:

দপ্তর: অতঃপর পত্রিকা, প্রযত্নে সাইদুর রহমান

গ্রাম: আইড়মারী, পো: কে. ডি. পাড়া

থানা: লালাগোলা, জেলা: মুর্শিদাবাদ, পিন: ৭৪২১৪৮

Mobile No. : 83718 23813 (Saidur Rahaman)

97345 82238 (Rakib)

e-mail : atahparpatrika@gmail.com

মূল্য : ২৫০.০০

প্রচ্ছদ:

প্রকাশক: জিনাতারা খাতুন

মুদ্রক: বর্ণসজ্জা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৪

গতানুগতিক কবিতা বনাম নতুন কবিতা ❑ **তৈমুর খান** ❑ ৫

কবি ঋত্বিক চক্রবর্তী ও তাঁর 'অনচ্ছ জলের ছবি' কাব্যগ্রন্থ ❑ **ড. দেবযানী ভৌমিক (চক্রবর্তী)** ❑ ১১

নাগরিক? —প্রমাণ করার উপায়! ❑ **আশিস রায়** ❑ ১৫

অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'কেউ ভোলে না' গল্প এবং আধুনিক মানুষের পোষ্য ❑ **হাসনারা খাতুন** ❑ ২২

'কিসসাওয়ালা' সৈকত মুখোপাধ্যায়ের গল্প ভুবন: একটি পাঠ সমীক্ষা ❑ **সঙ্গীতা সাহা** ❑ ২৮

উত্তরাধুনিক পুঁজিবাদী সভ্যতা ও বিপন্ন পরিবেশ ভাবনায় নির্বাচিত চার বাংলা ছোটগল্প ❑ **অরিত্রী দে** ❑ ৩৪

পাঠকের দৃষ্টির আলোয় 'পূর্ণ ছবির মগ্নতা' ❑ **ড. আমিনা খাতুন** ❑ ৪২

মিতিন মাসির জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান ❑ **বসুন্ধরা মণ্ডল** ❑ ৫৪

হরিশংকর জলদাসের উপন্যাসে নিম্নবর্গ (নির্বাচিত): প্রান্তজনের স্বপ্নসন্ধান ❑ **রিয়া মুখার্জি** ❑ ৬৪

মিহির সেনগুপ্তের 'বিষাদবৃক্ষ': সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের অভিজ্ঞতা ❑ **তন্ময় দেবনাথ** ❑ ৭৪

'উজানতলির উপকথা': দলিতচেতনা নির্মাণের উপন্যাস ❑ **নজরুল ইসলাম মণ্ডল** ❑ ৯০

আফসার আমেদের 'সেই নিখোঁজ মানুষটা' উপন্যাসে আবিদ আলির অন্তর বাহির ❑ **মাবুদ সেখ** ❑ ৯৭

স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর 'ক্রিসক্রস': নারীবাদী প্রেক্ষিত ❑ **বিউটি রক্ষিত** ❑ ১০৪

অলীক জীবন: দৃষ্টিপ্রধান ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার প্রতিভাষ্য ❑ **মনজিৎ কুমার রাম** ❑ ১১১

নবারুণ ভট্টাচার্যের সাহিত্যকর্মে অন্তর্ঘাতের রাজনীতি:

প্রসঙ্গ চোক্তার ও ফ্যাতাড়ু ❑ **রুদ্রাঞ্জন মুখোপাধ্যায়** ❑ ১২০

প্রচেতগুপ্তের উপন্যাসে ভাষা ও শৈলী ভাবনা: 'আমার যা আছে' ❑ **রাকিব** ❑ ১৩২

যে নারীর হৃদয় বিদ্ধ কাঁটাতারে:

দেশভাগের স্মৃতি, উদ্বাস্তু সত্তার নিজস্ব স্বর ও 'দয়াময়ীর কথা' ❑ **পৌলমী সিনহা** ❑ ১৫০

বাংলা ক্ষুদ্র সাময়িক পত্রের জগতে 'ছোটোদের পত্রিকা': ২০০০-২০১০ ❑ **প্রমা মুখোপাধ্যায়** ❑ ১৬১

জয় গোস্বামী-র 'মায়ের প্রেমিক': পাঠকের চোখে ❑ **অপূর্ব বীর** ❑ ১৬৬

বাস্তবতার সাদা-কালোয় মোড়া কবি সুনীল মাজির কবিতা ❑ **সাইদুর রহমান** ১৭০

নাগরিক ? —প্রমাণ করার উপায় !

আশিস রায়

প্রশ্ন ! মুক্তমনা মানুষের কাছে এ এক কঠিন প্রশ্ন। অস্বস্তিকরও বটে। মানুষ হওয়ার জন্য নিজের সঙ্গে অনেক আগাছার যুক্ত করা প্রয়োজন। আপনারা এ প্রশ্ন আমাকে করতেই পারেন মানুষের সঙ্গে আগাছার কি সম্পর্ক ! গাছের সাথে অনেক পরগাছা যুক্ত হয়ে থাকে। তাইবলে মানুষের সঙ্গে। একটু অবাক হতে হয় বইকি। একজন ব্যক্তি সোচ্চার গলায় চেঁচিয়ে বলতে পারে না আমি মানুষ। হৃদয়বান। মানবিকতায় বিশ্বাসী। তাকে অবশ্যই পরিচয় দিতে হবে সে কোন জাতের, কোন ধর্মের। জাতপাত, ধর্মের আগাছা যুক্ত করে তবেই তাকে মানুষ হিসাবে পরিচয় দিতে হবে সমাজে। এসবের বাইরে গিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা খুব কঠিন। সেটা আমারা সকলেই জানি। কম বেশি আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা আছে। সমাজে বসবাস করতে গিয়ে আমরা এগুলি রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছি। এভাবেই চলতে অভ্যস্ত আমারা। এর বাইরে কেউ গেলে একটু সন্দেহ হয় আর কি ! খুব ঠাণ্ডা মাথায় একবার ভাবুন তো। জন্মাবার পরে আমাদের নাগরিক হওয়ার জন্য একাধিক কাগজ পত্র সংগ্রহ করতে হয়। কাগজ ছাড়া আমার বিশেষ কোন দাম নেই। আমি যেখানে সেখানে ঘুরতে পারবো না। একটি কাগজ বলে দেবে আমি কোন জাতের, কোন ধর্মাবলম্বী, কোন দেশের নাগরিক। আমি একবারের জন্যও আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে পারবো না আমি মানুষ, এই পৃথিবীর বাসিন্দা। যদি বলি তাহলে অন্যরা পাগল তকমা দিকে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করবে না।

নাগরিক ? ব্রাত্যজন নাট্যপত্রের ত্রয়োদশ সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০১৯ এ সুদীপ্ত ভৌমিক 'নাগরিক ?' নামে একটি নাটক লেখেন। সেখানে নাটকের চরিত্ররা পক্ষে এবং বিপক্ষে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন, নাগরিক হওয়ার প্রসঙ্গে। বস্তাপচা নিয়মের সঙ্গে আমারা যেমন গা-সহিয়ে নিয়েছি সেখানেও অনেকেই সেই পথের যাত্রী। আবার অনেকেই সমাজের, সরকারের নিয়মের বাইরে গিয়ে নিজেদের মত প্রকাশ করেছেন। নাটকে দেখা যায় পার্থ সঞ্চিতাকে প্রশ্ন করছে আমেরিকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। পার্থ আমেরিকার অধিবাসী। সে আমেরিকার নাগরিকত্ব নিয়েছে। স্ত্রী সঞ্চিতাকে তৈরি করে দিচ্ছে একশটি প্রশ্ন। আমেরিকার নাগরিকত্ব নিতে গেলে ইন্টারভিউ দিতে হয়। সেখানকার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হয়। পার্থ চাইছে সঞ্চিতা যেমন করেই হোক ইন্টারভিউতে পাশ

করে এখাকার নাগরিক হয়ে যায়। সঞ্চিতা এত মুখস্থ করতে চায় না। আমেরিকার অধিবাসী হওয়ার জন্য পার্থর যত ইচ্ছা সঞ্চিতার তত ইচ্ছা নেই। প্রশ্নোত্তরের আলোচনার মাঝেই কথাসূত্রে সঞ্চিতা সাবিত্রীর কথা বলে। সাবিত্রী সঞ্চিতাকে জানিয়েছে বাংলাদেশের এক ব্লগার এর বিরুদ্ধে ডেথ থ্রেট রয়েছে। নাম মুকুল। পার্থ জানে এমন ঘটনা অসম্ভব নয়। ফান্ডামেন্টালিস্ট ধ্যান ধারনার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেই তাকেই শত্রু হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। তাদের আর বেঁচে থাকার অধিকার থাকে না। মুকুল বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে আমেরিকায়। যে ল ফার্মে সে কাজ করত তারাই ওর কেসটা দেখছে। ইমিগ্রেশন কোর্টে ওর হেয়ারিং আছে সামনের সপ্তাহে। এক সপ্তাহ মুকুলকে রাখার জন্য সাবিত্রী অনুরোধ করেছে সঞ্চিতাকে।

আস্থা। মুকুল সাধারণ একজন ছেলে। আত্মবিশ্বাসী। পার্থদের বাড়িতে এসেছে সে। মূল্যবান লাগেজসহ। প্রাণ। প্রত্যেকের কাছে নিজের প্রাণ ছাড়া আর কিছু বড় হতে পারেনা। মুকুল জানে আমাদের মুক্তির পথ অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কার। যারা এইসব থেকে বেরিয়ে নিজেদেরকে বিজ্ঞান, যুক্তি, মুক্তির চিন্তা মানুষকে দিয়েছে তারাই বিপদের মুখে পড়েছে। প্রত্যেকের স্মরণে থাকবে জিওরদানো ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, গ্যালিলিওকে চুপ করিয়ে রাখা হয়েছিল। ধর্মের প্রতি আঘাত অনেক রাষ্ট্রই সহ্য করতে পারে না। রাষ্ট্র চায় মানুষকে ধর্মের অনুভূতিকে যেকোন উপায়ে রক্ষা করা। সেটা ভুল হলে চলে না। অথচ একটু দেখলেই বোঝা যাবে আধুনিক মিডিয়ায় আমাদের শিল্পের প্রতি অনুরাগ কিম্বা সৌন্দর্যানুভূ তি বা কাব্যানুভূতির উপর যে নিরন্তর আঘাত চলছে এসব নিয়ে রাষ্ট্র চুপ থাকে। ঘুম ঘুম চোখে। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন আজাদ নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য পালিয়ে যান জার্মানি। সেখানে এসে তিনি রেহাই পেয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু পরবর্তীকালে কালে ফ্লাটে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। পালিয়ে এসেও নিজেকে দীর্ঘ দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি। ব্লগার মুকুল যে নিজেকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। সেও যে আমেরিকাতে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। মুকুল মৃত্যুকে ভয় পায়না বলে জানায়। কিন্তু ভয় তো আছেই। নতুবা সে পালিয়ে এল কেনো? মুকুল চায় তাকে যারা মারতে আসবে তাদের মধ্যে কিছুজনকে মেরেই সে মরতে। মুকুলের সামনেই মুকুলের বন্ধুকে হত্যা করেছে কয়েকজন। মুকুল তাদের মধ্যে একজনকে হত্যা করে দিয়েছে। মুকুল বন্ধুর হত্যাকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা না করেই পালিয়ে এসেছে। পুলিশের কাছেও যায়নি। সে জানে তার বন্ধুকে যারা হত্যা করেছে তাদের পিছনে অনেক বড় শক্তি আছে। সে একা কিছুই করে উঠতে পারবে না। দেশ তাকে আশ্রয় দিলে সে হয়তো কিছু করতে পারতো। সে নিজের দেশেই দেশদ্রোহী।

উৎফুল্ল। প্রতিবেশি রজতাভ ও সুস্মিতা পার্থদের বাড়িতে এসেছে। অতিথি এলে ভালোই লাগে। দেখা হল মুকুলের সঙ্গে। মুকুল পরিচয় দিল ব্লগার হিসাবে। প্রকাশ

করতে চান নিজের স্বাধীন চিন্তা চেতনাকে। কতগুলো বাঁধানো বুলি আওড়ে অন্যদের মত সব কিছুতে সমর্থন জানাতে পারেনা। বরং অন্যদেরকে নতুন ভাবনার সুযোগ করে দেয়। রজতাভ নাম শুনেই ভেবে ছিল মুকুল মানে হিন্দু নাম। মুকুলের পরে হয়তোবা মুখার্জি বা চ্যাটার্জি বসবে। দুর্ভাগ্য। বসলো সইফুল আহমেদ মুকুল।

হতাশা। এর জন্য দায়ী কেউ নয়। দায়ী আমাদের মানসিকতার। সমাজ ব্যবস্থার। মানসিকতার গঠন এমন ভাবেই হয়ে গিয়েছে। মুকুল মানে সম্ভাবনা। কিন্তু ভেবে দেখুন নাম শুনেই মাথার মধ্যে ঘুর পাক খাচ্ছে হিন্দু না মুসলিম। ওই যে প্রথমেই বলেছিলাম। গাছের সঙ্গে পরগাছা যোগ করতে হয়। সমস্যা। মুকুল মুখের উপরে জানিয়ে দেয় সে শুধুমাত্র নামটাই ব্যবহার করে তার সঙ্গে আর কোন পদবি বা আগে পিছে কিছুই লেখে না। তবে রজতাভর মত মানসিকতার লোকরা সহজেই হেরে যাবেন, এটা তো হতে পারে না। তিনি মুকুলের কাছে জানতে চাইলেন মুখার্জি বা চ্যাটার্জি হলে তো ব্যবহার করতে। মুকুল খুব হতাশ করল রজতাভকে। জানিয়ে দিল তখনও শুধু ব্যবহার করতাম মুকুল। মুকুল কোন ধর্ম বিশ্বাস করে না। শুধু একটাই ধর্মের উপরে তার আস্থা। মানবধর্ম। যারা বাংলাদেশ থেকে সে পালিয়ে এসে আমেরিকার মত দেশে এসাইলাম চাইছে রজতাভ তাদেরকে ঘৃণা করে। রজতাভ নিজেই ভারতের বাসিন্দা কিন্তু এখন আমেরিকার নাগরিকত্ব পেয়েছে। সে অন্যদের সহ্য করতে পারে না। আসলে স্বচ্ছ মানসিকতার বড়ো অভাব। ব্লগ লেখা মুকুল নিজের দেশে থাকতে না পেরে অন্যদেশের আশ্রয় চাইছে সেটাতেই তাদের সমস্যা। এ দেশের নাগরিকত্ব পেতে গেলে কিছু ডকুমেন্ট দিতে হয়। বিশেষ করে নিজের দেশে যে জীবন বিপন্ন সেটা প্রমাণ করতে হবে। মুকুল চেষ্টা করছে সেটা করার। তারজন্য প্রয়োজনীয় নথী দরকার। মুকুলের ব্লগার কারা নিয়মিত পড়তো তাদের এফিডেফিড। সবটাই যে স্বচ্ছ ভাবে হয় তা নয়। কাগজ জোগাড়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু মিথ্যার আশ্রয় নেয়। রজতাভর মত মানুষ যারা নিজেদেরকে প্রতি মুহূর্তে সৎ প্রমাণ করে এসেছে গায়ের জোরে। সেও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। তার নিজের কথায় —

রজতাভ : ডকুমেন্ট তো দিতেই হবে। আমাদের দিতে হয়েছে কত ডকুমেন্ট, তোমার তো স্পেশাল কেস। বাপ রে বাপ, সেই বার্থ সার্টিফিকেট যোগাড় করতে কি হেনস্থা। আমাদের সময় তো অত বার্থ সার্টিফিকেটের বালাই ছিল না। তার উপর আমার জন্ম হয়েছিল ছোট্ট মফস্বল শহরে। উকিল বলল, এফিডেবিট যোগাড় করে আনো। বলা তো সহজ, কিন্তু ভারতবর্ষে এই সব কাজ করতে যে কি হ্যাপা, সেটা তো সাহেব উকিল জানে না। প্রথমে সেই শহরের মিউনিসিপালিটিতে গিয়ে ঘুষ খাইয়ে একটা সার্টিফিকেট যোগাড় করা হল যে আমার কোন বার্থ সার্টিফিকেট নেই। একটা এফিডেবিট দিল মা। বাবা গত হয়েছিলেন অনেকদিন আগেই। কাকা মামা কেউ ছিল না যে এফিডেবিট দিতে পারবে।

সুতরাং এমন একজনকে চাই যিনি আমার কাকার ভূমিকা পালন করবেন এবং বলাবেন যে তিনি আমার জন্মের সময় উপস্থিত ছিলেন।[১] সৎ সাজার চেষ্টা করলেও স্বভাবে নেই। সে আবার অন্যকে সাধ্য মোত বোঝানোর চেষ্টা করে সে সজ্জন ব্যক্তি। কেউ সেই সুবিধা পাক সেটাও সহ্য করতে পারে না। কথায় কথায় আমেরিকাবাসীর প্রতি তার দরদের শেষ নেই। মুকুলের মত মুক্ত মনার ছেলেরা দেশটাতে থাকুক সেটা সে চায় না। কথায় কথায় জানা গেল মুকুল চুরি করে এ দেশে প্রবেশ করার জন্য তার জেল হয়েছিল। সেখান থেকে যোগাযোগ করে অনেক কষ্টে সাবিনার সাহায্যে সে ছাড়া পেয়েছে। আমেরিকার সরকার মুকুলের পায়ে একটি চিফ বসিয়ে দিয়েছে। এদেশে সে যাই করুক না কেনো সব খবর সরকারের কাছে থাকবে। রজতাভ পার্থকে বোঝাতে থাকে এমন একটি ইল্লিগাল ছেলেকে বাড়িতে জায়গা না দেওয়ার জন্য। রজতাভর সঙ্গে সম্মতি জানায় পার্থ। পার্থ সঞ্চিতাকে বলে সে যোন মুকুলকে জানিয়ে দেয় এ বাড়িতে আজ থেকে আর তার জায়গা হবে না।

ইললিগাল। মুকুল এদেশে ইললিগাল প্রবেশ করেনি। সে অনেক পথ পেরিয়ে তবে এখানের বর্ডারে প্রবেশ করেছে। মুকুল রজতাভকে বলেছে —

মুকুল : না দাদা। ইল্লিগাল ঢুকি নাই। এদেশের আইনি ভাষায় আমি রীতিমত 'ইন্সপেক্টেড এডমিটেড'। বর্ডারে ইমিগ্রেশান অফিসারের কাছে সারেন্ডার করেছি-বলেছি আমাকে এসাইলাম দাও। দেশে ফিরলে আমাকে কেটে ফেলবে। সঙ্গে যা কিছু কাগজ পত্র ছিল সব দিয়েছি। অফিসার ভদ্রলোক একটু দয়ালু ছিলেন, আমার কথা কিছুটা বিশ্বাস করলেন। বললেন, হ্যাঁ, আমি শুনেছি বাংলাদেশে বেশ কিছু ব্লগার খুন হয়েছে। কিন্তু আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারব না। বললেন, উনি আমার কেস ইমিগ্রেশন জাজের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। সেই ঠিক করবে এসাইলাম পান কি পাব না। তারপর আমাকে পাঠায়ে দিলেন ডিটেনশান সেন্টারে।[২] রজতাভরা সব বুঝেও না বোঝার দেশে বসবাস করে। মুকুল যতই বোঝাক না কেন সে কিছুতেই তার প্যাচের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে চায় না। অথবা পারে না। কিংবা মানসিকতা। কেউ না বুঝলেও সঞ্চিতা বুঝতে পারে মুকুলকে। তার সমস্যাকে। রজতাভরা মুকুলকে খুনি বলে চিহ্নিত করলেও। সঞ্চিতা আপ্রাণ চেষ্টা করে যায় মুকুলের ভালো দিককে তুলে ধরার জন্য। রজতাভরা মুকুলকে যে ভয় পাচ্ছে তা পাওয়ার কোন দরকার নেই। সে শিক্ষিত এবং ভদ্র ছেলে। অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, মৌলবাদের বিরুদ্ধে সে লড়াই করছে। মুকুলের ব্লগ পড়তে গিয়ে সঞ্চিতা অতলে তলিয়ে যায়। ভাবনারা তালগোল পাকিয়ে যায়। বিশ্বাসে যেনো একটু টাল খেলো। যে মুকুল তার প্রিয় পাত্র হয়ে উঠছিল ক্রমশ। এখন! আব্দুস সাত্তার মুকুল? এ আবার কে? নামটা শুনে সাইফুল আহমেদ মুকুল যেনো একটু থতমত খেয়ে যায়। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে বছর চারকে আগে একটা বইমেলায় আব্দুস সাত্তার মুকুলের সঙ্গে তার আলাপ

হয়। দুজন মুকুলের স্বপ্ন মিলে যায়। দুজনের চিন্তা ভাবনাতেই জন্ম নিল ব্লগ। দুজনের চিন্তা ভাবনা একত্রিত হয়ে লেখা উঠে আসতো ব্লগে। সঞ্চিতা বুঝতে পারে তাহলে কোন ব্লগই তার পরিচিত মুকুল লেখেনি। মুকুলের পরিচয় শুনে সঞ্চিতা স্তম্ভিত।

মুকুল : জি আমার নানা রাজাকার ছিলেন। শুনেছি অনেক অপরাধ করেছেন। স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় মারা গিয়েছিলেন। কিভাবে জানিনা। হয়ত মুক্তি যোদ্ধাদের হাতে, হয়ত পাকিস্তানি আর্মির হাতে। আমার আব্বু, আমার মা, সবাই নানার কুকর্মের জন্য লজ্জিত, অনুতপ্ত। আমিও নিজের অতীতের ঘেন্না করেছি, ভুলে যেতে চেয়েছি। কিন্তু বংশের কলঙ্ক তো মুছে ফেলা যায় না। স্কুলে কলেজে প্রায়ই আমাকে শুনতে হয়েছে— এই হারামজাদা রাজাকারের নাতি! লজ্জায় অপমানে আমার কান লাল হয়ে যেত, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করতাম না। মনে করতাম আমার নানার অপরাধ তো আমাকেই বহন করতে হবে। সেদিন শহবাগ চত্বরে আমার কেনো যেন মনে হচ্ছিল, আমার অপরাধের শাস্তি কি আজও শেষ হয় নাই? আর কতদিন আমাকে এই অপমান সহ্য করে চলতে হবে? বুকের ভেতরে এক দারুণ ঝড় আমার সমস্ত চিন্তা ভাবনা তোলপাড় করে দিচ্ছিল। সে রাতে ফিরে আমার প্রথম ও একমাত্র ব্লগ লিখেছিলাম— ।° ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ আব্দুল কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। সারা বাংলা উত্তাল হয়ে উঠল ফাঁসি চাই। মৃত্যুর বদলে মৃত্যু চাই। হাজার বুড়ো, যুবতী, যুবক সকলেই নাড়া লাগালো রাজাকারদের ফাঁসি চাই, কাদের মোল্লার ফাঁসি চাই। স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রী, বুদ্ধিজীবী সকলেই প্রতিবাদ মিছিলে সামিল। শাস্তির দাবী নিয়ে সকলেই সরব। জমায়েতে দুই মুকুলও ছিল। কিন্তু তারা অন্যদের এই দাবী মানতে পারছিল না। হত্যার উত্তর কি হত্যা, এই প্রশ্ন করেছিল মুকুল ব্লগে। সাইফুল আহমেদ মুকুল। চুরি করে ব্লগে এই কথা লিখে দেওয়ার জন্য প্রাণ গেল সত্যিকারের ব্লগ রচয়িতার। মৃত্যু হল আব্দুস সাত্তার মুকুলের। মুকুল স্বপ্ন দেখাত আমেরিকার। আমেরিকার মত মুক্ত গণতান্ত্রিক দেশের। মুকুলের হত্যাকারী রূপে চিহ্নিত হল আরেক মুকুল। তাই সে পালিয়ে আসে। সঞ্চিতা যে ভয় পাচ্ছিল তা আর থাকলো না। বরং আর বেশি স্নেহ জাগলো মুকুলের উপরে। সে বরং চেষ্টা করতে থাকল মুকুলকে কেমন করে সাহায্য করতে পারে সে।

আস্থা-ভরসা। নিজের স্বামীর উপরে তার বিশ্বাস আছে। মুকুলকে তারা সকলেই যদি সাহায্য করে তাহলে মুকুলের এ দেশের নাগরিকত্ব পেতে সুবিধা হবে। পার্থকে জানালে সে আপত্তি করে। মুকুলের মত উদ্বাস্তুকে সে সাহায্য করতে পারবে না। নাটকে উঠে এসেছে ১৯৪৭ এর ঘটনা আর সব থেকে সমস্যা যেটা দেখা দিয়েছে সেটা ১৯৭১ এর মুক্তি যুদ্ধের সময়ের। লক্ষ লক্ষ মানুষের হাজারো সমস্যার কাহিনি। এই সময়কালকে কেন্দ্র করে একাধিক নাটক রচিত হয়েছে। মমতাজ উদদীন আহামেদের, 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' (১৯৭১), 'এবারের সংগ্রাম' (১৯৭১), 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' (১৯৭১), 'কী চাহ শঙ্খচিল' (১৯৭২) কল্যাণ মিত্রের 'জল্লাদের দরবার' (১৯৭১-৭২), মমতাজ উদদীন

আহমদের 'বর্ণচোরা' (১৯৭২), রণেশ দাশগুপ্তের 'ফেরী আসছে' (১৯৭২), আলাউদ্দিন আল আজাদের 'নিঃশব্দ যাত্রা' (১৯৭২), 'নরকে লাল গোলাপ' (১৯৭২), সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' (১৯৭৬), জিয়া হায়দারের 'সাদা গোলাপে আগুন' (১৯৮২)। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বাস্তবের প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ এর প্রসঙ্গ তুল এনেছেন সুদীপ্ত ভৌমিক 'নাগরিক?' (২০১৯) নাটকে। উদ্বাস্তুদের সম্মান করতেন না এ বাংলার অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার মানুষেরা। পার্থের মুখে এ কথা শোনার পরে সঞ্চিতার মুখ থেকে আরো একটা গল্প পাওয়া যায়। যেটার খবর পার্থের কাছে ছিল না। ১৯৪৭ এর দেশভাগের সময় হরিপদর বাবা মা দেশ ছেড়ে আসতে চায়নি। আরও বহু মানুষের মত নিজেদের চৌদ্দ পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে চলে আসতে পারেনি। হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই বলে থেকে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গ আমার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা' (১৯৪৮) নাটকেও পাই। বাস্তুভিটা নাটক প্রসঙ্গে নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র জানিয়েছেন - '১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট রাত্রি বারোটার সময় ছুটে গেলাম মানিকতলা চৌমাথায়। দেশ ভাগ করে স্বাধীনতা এল। সেদিন সাধারণ মানুষের মনে কি আনন্দের জোয়ার। মানিকতলায় লালবাগান অঞ্চলে যে সব মুসলমান দাঙ্গার সময় রাজাবাজারে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা ছুটে এলে মানিকতলায়। হিন্দু, মুসলমান পরস্পরকে করল আলিঙ্গন। এই দৃশ্য একটা বিদ্যুৎ চমকের মতো চমকিত করল। ভাবলাম এটাই সত্য। রাজনৈতিক কারণে একটা দেশকে দু'ভাগ করা যেতে পারে, কিন্তু একটা জাতিকে দু'ভাগ করা যায় না। এই ঐতিহ্যকে তুলে ধরার জন্যই এল আমার 'বাস্তুভিটা' নাটক।'[৪] ১৯৭১ এর মুক্তি যুদ্ধের সময় হরিপদ যিনি একজন স্কুল মাষ্টার তার পরিবারের উপরে রাজাকাররা আক্রমণ চালায়। হরিপদর বড়ো মেয়েকে তুলে নিয়ে যায়। তার পুত্রকে হত্যা করা হয়। ছোট কন্যা এবং স্ত্রী বাজারে থাকার জন্য প্রাণে বেঁচে যায়। হরিপদ স্কুলে খবর পাওয়ার পর বাড়ি এসে দেখে তার সব শেষ। তিনি আর বাংলাদেশে থাকতে চাননি। নিজের পুত্রের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান শেষ করেই এক কোটি শরনার্থীদের সঙ্গে তিনিও পালিয়ে চলে আসেন। উদ্বাস্তু ক্যাম্পে থাকতে আরম্ভ করলেন। সমস্যা তৈরি হচ্ছে একাধিক জায়গা থেকে। হঠাৎ দেখা পেলেন পুরানো বন্ধু কালীর সঙ্গে। কালীই নিজের বাড়িতে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে আসা হরিপদ একটু নিশ্চিন্ত হল। কালীপদ ভারতের নাগরিক হওয়ার জন্য তাদের সাহায্য করেছিল। একটু মিথ্যা বলতে হয়েছে। সেটা তো অন্যের ভালোর জন্য। সঞ্চিতা তাদেরই মেয়ে। পার্থ অবাক হয়। কিন্তু সে সঞ্চিতাকে বোঝাতে থাকে তারা বাধ্য হয়ে এদেশে চলে এসেছে কিন্তু মুকুল তো কাউকে খুন করে এসেছে। সঞ্চিতা বোঝায় মুকুল কাউকে খুন করতে পারে না। রাজাকার পরিবারের সন্তান মানেই সকলে খারাপ হয় না। বেইমানের রক্ত শরীরে বইলে সকলে বেইমান হয়ে যায় না। সঞ্চিতার কাছে মুকুলের একটা ব্লগ ছিল সেখান থেকে পড়ে সে পার্থকে বোঝায়। মুকুল স্বপ্ন দেখে। শুধু একজন

মুকুল নয়, হাজার হাজার মুক্তমনা মুকুল। এই পৃথিবীতে মানুযে মানুযে কোন বিভেদ থাকবে না। থাকবে না কোন ধর্মের বেড়াজাল। মানুয যে দেশে খুশি যেতে পারবে অনায়াসে। স্বপ্নের এই পৃথিবীতে বর্ডার বলে কিছু থাকবে না। রিফিউজি শব্দটি মুছে যাবে ডিকশনারি থেকে। নিজের জায়গা থেকে কাউকে পালিয়ে গিয়ে অন্যত্র ঠাই নিতে হবে না। নাগরিকত্বর ভিক্ষা করার দিন শেয হোক। আমারা প্রত্যেকেই এই পৃথিবীর নাগরিক।

হায় ! কতজন ভাবতে পারি এমন করে। এমন করে ভাবলে তো সর্বনাশ। নিজের হাতের অধিকার তো আর থাকবে না। সকলেই তো সমান হয়ে যাবে মার্কস, লেনিনের ভাষায়। বৈষম্য না তৈরি করতে পারলে নিজেকে জাহির করার ক্ষমতা হারাতে হবে। সুতরাং সবটাই সমান হয় না। হতে দেওয়া যায় না। মুকুলের মত ছেলেদের সাহায্য করতে চায় না কেউ। রজতাভ, সুস্মিতা, পার্থ কেউ না। উদ্বাস্তু হয়ে সঞ্চিতার পরিবারকে একদিন কালীর মত কেউ সাহায্য করেছিল বলেই তাদের পরিবার আজ বেঁচে আছে। কৃতজ্ঞতা আছে সঞ্চিতার। সেই এই অজানা দেশে মুকুলকে সাহায্য করতে চায়। সে মুকুলের উকিলের কাছে এফিডেফিট দিয়েছে। মুকুলের ব্লগ সে পড়ে। সঞ্চিতা সিটিজেনশিপের ইন্টারভিউয়ে প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। দিতে চায়নি ইচ্ছা করে। প্রতিমুহূর্তে তার মনে হয়েছে আমেরিকার নাগরিকত্ব তার থেকেও বেশি প্রয়োজন মুকুলের মত মানুষের। তার মত ব্যক্তিরাই যেন এখানে ভীড় করে আছে তারফলে মুকুলরা সুযোগ পাচ্ছে না। সঞ্চিতা উপলব্ধি করতে পারে তার দাদুর কষ্ট। তারা ভারতের নাগরিকত্ব না পেলে কি অবস্থা হত। সঞ্চিতা আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরে আসছে। নাগরিকত্বের পরীক্ষাতে সে আর বসতে চায় না। মুকুল তার মধ্যে চিন্তার সূত্র ভরে দিয়েছে। আমেরিকা কবে আসবে জানতে চাইলে সঞ্চিতা জানিয়ে দেয় যেদিন তাকে আর প্রমাণ করতে হবে না সে কোন দেশের নাগরিক সেইদিন সে আমেরিকা ফিরবে। তাকে আর ভিক্ষা করতে হবে না দেশের নাগরিকত্ব। সব মানুষের কাছেই থাকবে একটাই পাসপোর্ট। বিশ্ব নাগরিকের।

তথ্যসূত্র:

১। সুদীপ্ত ভৌমিক, নাগরিক?, ব্রাত্যজন নাট্যপত্র, ত্রয়োদশ সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০১৯, কালিন্দী ব্রাত্যজন কলকাতা, পৃষ্ঠা-৭৯

২। তদেব, পৃষ্ঠা-৮১

৩। তদেব, পৃষ্ঠা-৮৬

৪। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাস্তুভিটা, আগষ্ট ১৯৪৭, পুস্তকালয়, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ভূমিকা অংশ।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।